'২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন'

স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০০৭

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

১৬ আশ্বিন ১৪১৪
০১ অক্টোবর ২০০৭

'২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে ১ অক্টোবর থেকে মাসব্যাপী 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর পরিবেশ জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত। সরকার গত কয়েক বছর ধরে দেশের সকল জনগণকে স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। আশার কথা ইতোমধ্যেই এ কর্মসূচি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে এবং একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছে। আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে জাতীয় স্যানিটেশন আন্দোলন দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য এবং সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। আমি সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং দেশবাসীকে সম্মিলিতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সবার জন্য স্যানিটেশন কার্যক্রম সফল করার আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০০৭ উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ

উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
এবং
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকার জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে ২০০৩ সাল থেকে অক্টোবর মাসকে স্যানিটেশন মাস উদযাপন করে আসছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে ২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করা। ২০০৩ সালের জরিপে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ৩৩ ভাগ। ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত শতকরা ৮৪.৭৩ ভাগ পরিবারকে স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণ, উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতা, গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

শতকরা ১০০ ভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের এ প্রচেষ্টায় সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন।

সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে জাতীয় স্যানিটেশন আন্দোলন সাফল্য লাভ করবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল

উপদেষ্টা
কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ
এবং
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের মত একটি সহজ অথচ পরিবেশবান্ধব সুবিধা জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের একটি সাশ্রয়ী সমাধান বলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ইতোমধ্যেই বহুলভাবে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের মত একটি জনবহুল দেশে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অগ্রাধিকারযুক্ত বিষয়। জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে জনস্বাস্থ্যের বিশেষ ভূমিকা আছে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছে। এ উদ্যোগ সফল জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের সার্বিক পরিবেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। বিশেষ করে পরিবেশবান্ধব স্যানিটেশন ব্যবস্থা (Environmental Sanitation) ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিবার পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। আমাদের পরিবেশবান্ধব স্যানিটেশন কর্মসূচীর আওতায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যাভ্যাস ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিচর্যার প্রতি সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনসচেতনতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক যে, জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযানের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে পরিবেশবান্ধব স্যানিটেশনে অভ্যস্ত করে তোলার বিষয়ে ইতোমধ্যে সফলতা এসেছে।

জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতার বিকাশ ঘটানো, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের ব্যাপক বৃদ্ধি করা এবং পানিসম্পদকে মনুষ্যবর্জ্যজনিত দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে আমাদের আরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হলে তা আমাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি। এই উদ্যোগে সরকারের পাশাপাশি এনজিও এবং সার্বিকভাবে সুশীল সমাজের যথাযথ দায়িত্ব পালন অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।

আমাদের প্রত্যাশা, সমন্বিত কর্মোদ্যোগের ফলে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' সার্থক হবে।

ড. সি এস করিম

বাংলাদেশে স্যানিটেশন আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন আহমেদ
যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা সুস্বাস্থ্যের জন্য একটি অন্যতম শর্ত। এটা আত্মমর্যাদারও প্রতীক। সমগ্র বিশ্বে এখনো ২.৫ বিলিয়নের অধিক জনগোষ্ঠী স্যানিটেশন সুবিধা বঞ্চিত যার মধ্যে ১.০ বিলিয়নের বেশী শিশু। আর এই স্যানিটেশন সুবিধা না থাকার করুণ পরিণতি হচ্ছে প্রায় প্রতি ২০ সেকেন্ডে একটি শিশুর মৃত্যু। যে কারণে জাতিসংঘ কর্তৃক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) নির্ধারণে স্যানিটেশনকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গতি এখনো কাঙ্খিত রূপ লাভ করেনি। সামগ্রিকভাবে স্যানিটেশন বিষয়ে জনসচেতনতা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে অধিকতর স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে তা জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। উন্নত স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তোলা, ঘরে ঘরে স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন ও তা ব্যবহার এবং সকল কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ অর্জন সম্ভব। জনস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ উন্নয়নে স্যানিটেশনের গুরুত্ব সকলের মাঝে তুলে ধরার অঙ্গীকার নিয়ে জাতিসংঘ ২০০৮ সালকে 'স্যানিটেশন বর্ষ' হিসেবে পালন করার ঘোষণা দিয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে 'স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০০৭' উদ্‌যাপন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'World Summit for Sustainable Development (WSSD)'-এ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ঐ শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব সম্প্রদায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, তা হচ্ছে 'মৌলিক স্যানিটেশন সুবিধা বঞ্চিত লোকসংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে কমিয়ে আনা'। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। গড়ে তোলে দেশব্যাপী স্যানিটেশন আন্দোলন। সরকারের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, দাতা সংস্থা, গণমাধ্যম, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং সর্বোপরি সমাজের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্যানিটেশন আন্দোলনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বেসরকারী সংস্থার কর্মীবৃন্দ এবং বিশেষভাবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ স্যানিটেশন আন্দোলনে যেভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন তা একদিকে যেমন প্রশংসনীয় অন্যদিকে তেমনি স্যানিটেশন লক্ষ্য অর্জনে আশার সঞ্চার ঘটিয়েছে। মহানগর এলাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহ, শহরাঞ্চলে পৌরসভাসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণও একইভাবে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত থোক বরাদ্দের ২০% অর্থ স্যানিটেশন খাতে ব্যয় নির্দিষ্টকরণ স্যানিটেশন উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছে। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণে এ ব্যবস্থা সহায়ক হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েটের তথ্যানুসারে জুন ২০০৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৪টি জেলা, ৫৪টি পৌরসভা, ৯৫টি উপজেলা এবং ১,২১১টি ইউনিয়ন শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শতভাগ স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের উপরে জোর দেয়া হয়েছে। তবে সত্যিকার অর্থে শতভাগ স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুফল পেতে হলে আমাদের আরো বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্রে শতভাগ স্যানিটেশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহের উল্লেখ আছে (বক্স-১)।

১০০% স্যানিটেশন (জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র) — বক্স-১

১০০% স্যানিটেশন বোঝাতে ন্যূনতম নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে :

- কেউ খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করবে না।
- সবার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা থাকবে।
- সবাই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করবে।
- পায়খানার অবিরাম ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে।
- উন্নত স্বাস্থ্য-অভ্যাস চর্চা করা হবে।

তবে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মূল লক্ষ্য স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে। স্বাস্থ্যের উপর স্যানিটেশনের প্রভাব প্রধান ও মৌলিক বিষয়। অতএব, সার্বিক স্যানিটেশন (Total Sanitation) অথবা ১০০ ভাগ স্যানিটেশন বলতে সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক স্বাস্থ্যকর পরিবেশকেই বুঝাবে। এ কারণে সার্বিক স্যানিটেশনের সংজ্ঞায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে।

- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা
- যথাযথ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management) এবং
- গৃহস্থালির বর্জ্য-পানি (Household Waste-water) ও বৃষ্টির পানি (Storm Water) নিষ্কাশনের ব্যবস্থা।

দেশে সংঘটিত উপর্যুপরি বন্যায় ইতোমধ্যে স্থাপিত অনেক স্যানিটেশন সুবিধা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে যা মেরামত বা পুনঃস্থাপন প্রয়োজন। সে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০৩ সালে দেশের স্যানিটেশন কভারেজ সংক্রান্ত যে জরিপ পরিচালিত হয়েছিল এখন পর্যন্ত তার ওপর ভিত্তি করেই স্যানিটেশন সুবিধা অর্জন পরিমাপ করা হচ্ছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান যাচাই এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যবহারকারী পর্যায়ে যদি কোন সমস্যা থাকে তা সনাক্তকরণের লক্ষ্যে সরকারী, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ও মনিটরিং (Independent Monitoring and Evaluation) কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

স্বল্প সময়ে বাংলাদেশে স্যানিটেশন কভারেজের সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্যানিটেশন আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি ক্ষেত্র বিশেষে, স্যানিটারি ল্যাট্রিন সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা এবং পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা তথা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তুলে তা অনুশীলনের অভাবে সার্বিক স্বাস্থ্যমান উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেকেই স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করার পরপরই অজ্ঞতাজনিত কারণে ল্যাট্রিনের Water seal ভেঙ্গে ফেলেন। এরূপে 'ওয়াটার সিল' ভেঙ্গে ফেলা হলে তাকে আর স্যানিটারি ল্যাট্রিন হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। কেননা এই 'ওয়াটার সিল' স্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্যাগকৃত মলের সাথে যাতে মশা-মাছি বা পোকা-মাকড়ের কোন যোগাযোগের যেন সুযোগ না থাকে। 'ওয়াটার সিল' ভেঙ্গে ফেলা হলে সে বাধা আর থাকে না। ফলে অনায়াসে মশা-মাছি, পোকামাকড় রোগজীবাণু বিস্তারের সুযোগ পায়। বাস্তব পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট রোগের বিস্তার রোধের পরিবর্তে তা আরও কাছাকাছি চলে আসে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সম্বন্ধে সকলের সঠিক ধারণা থাকা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (বক্স-২)। তাছাড়া ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর সাবান বা ছাই দিয়ে হাত পরিষ্কার করা, ল্যাট্রিনের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, ঘর-বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা, খাবার আগে ও পরে হাত ধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতার অভাব এখনো বিদ্যমান- যা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানোর পথে একটি বড় অন্তরায়।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র) — বক্স-২

স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যের মধ্যে গভীর সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে স্যানিটেশনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করা। এজন্য রোগ সংক্রমণের পরিবেশগত পথগুলো (Environmental transmission routes) বন্ধ করা প্রয়োজন। এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে সমস্ত স্থাপনা দ্বারা রোগ সংক্রমণ চক্র (Cycle of disease transmission) কার্যকরভাবে ভেঙ্গে দেয়া যায় তাই "স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা"। উন্নত স্বাস্থ্য-অভ্যাস চর্চা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার যথাযথ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ রোগ সংক্রমণ চক্র ভেঙ্গে দেয়ার জন্য উভয়ের ভূমিকাই অপরিহার্য।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার উপযুক্ত নক্সা তৈরী, স্থাপন ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে স্যানিটেশনের দ্বারা স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিক সুফল অর্জন করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার এমন কোন সর্বজনীন নক্সা নাই যা সব আর্থ-সামাজিক (Socio-economic) ও জল-ভূতাত্ত্বিক (Hydro-geological) অবস্থার জন্য সমানভাবে কার্যকর। অতএব সকল অবস্থার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সহজলভ্য করা উচিত।

একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার নিম্নলিখিত সবগুলো গুণ থাকতে হবে :

(১) মল আবদ্ধ রাখবে, পরিবেশে ছড়াতে দিবে না।
(২) পায়খানায় বসার স্থান (Squat hole) এবং গর্তের (Pit) মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ থাকলে যাতে মাছি বা পোকা-মাকড় যাতায়াত করতে না পারে। এর ফলে কীট-পতঙ্গ দ্বারা রোগ সংক্রমণ চক্র বন্ধ হবে।
(৩) পায়খানার গর্তে সৃষ্ট দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস যথাযথভাবে স্থাপিত একটি পাইপের মাধ্যমে বের করে দিতে হবে। এর ফলে পায়খানা দুর্গন্ধমুক্ত থাকবে এবং লোকজন প্রতিনিয়ত পায়খানা ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবে।

স্যানিটেশন কার্যক্রমে অন্যান্যদের সাথে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে এ ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তাই স্যানিটেশন বিষয়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। ব্যক্তি জীবনে বাল্য ও কৈশোরের অভ্যাস দীর্ঘস্থায়ী হয়। সপ্তাহের নির্দিষ্ট কোন দিনে ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশে (Assembly) বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যাভ্যাসের বিষয়গুলো পরীক্ষা ও নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও অবদান রাখতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবার্তাগুলো তাদের পরিবারের কাছে সহজে পৌছানো যায়।

স্যানিটেশন বলতে সাধারণভাবে আমরা ব্যক্তি ও পারিবারিক স্তরে স্যানিটেশনকে বুঝে থাকি। কিন্তু শহরাঞ্চলে বাস টার্মিনাল, মার্কেট ইত্যাদি জনসমাগমস্থলে স্যানিটেশনের অবস্থা খুবই নাজুক। সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে এসব স্থানে স্যানিটেশন সুবিধা স্থাপন করা হলেও তা রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা এবং ব্যবহারকারীদের অসচেতনতার কারণে এমনই অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে বা পড়ছে যে স্যানিটেশনের লক্ষ্য এখানে বিপরীত রূপ ধারণা করছে। এগুলো হয়ে পড়ছে রোগ বিস্তারের উর্বর ক্ষেত্র। অফিস-আদালতে যে সকল সাধারণ টয়লেট (Common Toilet) রয়েছে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের চিত্র কোন কোন ক্ষেত্রে হতাশার উদ্রেক ঘটায়। শহরের বস্তিগুলোও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজারে স্থাপিত টয়লেট সুবিধাগুলি এর ব্যতিক্রম নয়। এসব বিষয়ের প্রতিও বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।

বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, পল্লী অঞ্চলে স্যানিটেশন কভারেজ যে হারে এগিয়েছে শহরাঞ্চলে সে গতিতে এগোয়নি। কারণ শহরাঞ্চলের সমস্যার ভিন্নতা। স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০০৫ সালে জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। শহরাঞ্চলের ভিন্নতা বিবেচনায় শহরাঞ্চলের জন্য বিশেষ কৌশল (Urban Sanitation Strategy) নির্ধারণ এবং এর বাস্তবায়ন (Implementation) এখন জরুরি। পার্বত্য তিনটি জেলার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সেখানকার জন্য স্যানিটেশনের লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করা দরকার। সার্বিক সফলতা অর্জনের জন্য আগামী দিনের স্যানিটেশন কার্যক্রমে এ সকল বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।

স্যানিটেশন এবং দারিদ্র্য-এর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। মৌলিক সেবা ও সুবিধা বঞ্চিত হওয়ার কারণে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন। দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের জন্য শারিরীক সক্ষমতার উপর নির্ভরশীল দরিদ্রদের ক্ষেত্রে অসুস্থতার কারণে আয় এবং উৎপাদন হ্রাস পাওয়া অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। কাজেই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যথাযথভাবে গড়ে তোলা। আর এর সরাসরি প্রভাব রয়েছে দরিদ্রতার উপর। এসব ব্যবস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মূলতঃ মহিলা ও শিশুদের রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা, অসুস্থতা এবং মৃত্যুর ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

বাংলাদেশ সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং সদা সচেষ্ট। এর প্রকাশ ঘটেছে 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে' যেখানে স্যানিটেশনের পরিব্যাপ্তি বৃদ্ধি এবং শিশু মৃত্যু হারের উপর জোর দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সরকার স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। জনগণকে স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মাঝে স্বাস্থ্যাভ্যাসের অনুশীলন গড়ে তুলতে পারলেই দ্রুত ও উন্নততর উপায়ে সকলের জন্য মৌলিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাবে।

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৬ আশ্বিন ১৪১৪
০১ অক্টোবর ২০০৭

পহেলা অক্টোবর থেকে মাসব্যাপী 'স্যানিটেশন মাস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আমি আশা করি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবহারে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে মাসব্যাপী কর্মসূচি অর্থবহ অবদান রাখবে। ২০১০ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরের জনগণকে সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০০৭-এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। ডায়রিয়া, পেটের পীড়া, আমাশয়, কৃমি সংক্রমণসহ বিভিন্ন সংক্রমক রোগের শতকরা ৮০ ভাগই প্রয়োজনীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবসহ স্বাস্থ্যবিধি পালন না করার কারণে হয়ে থাকে। কেবল স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার এবং কিছু সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দেশ থেকে এসব রোগ ও অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন সমস্যা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। এজন্য পায়খানা ব্যবহারের পর সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোয়া, খাবার আগে হাত ধোয়া, সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা, ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং বিশেষ করে শিশুমৃত্যুর হার বহুলাংশে কমাতে এসব ব্যবস্থা ও অভ্যাস বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

তাই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার জনগণের স্বাস্থ্যমান উন্নয়নে ২০১০ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারে একটি করে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখে অক্টোবর মাসকে জাতীয়ভাবে 'স্যানিটেশন মাস' হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে 'স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০০৭' উদ্‌যাপনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মেজর জেনারেল ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান (অবঃ)

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) সামনে রেখে ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুসারে সকলের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা সরকারের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার ২০০৩ সাল থেকে দেশী ও বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের সহযোগিতায় ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্যানিটেশনকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৩ সাল থেকে প্রতি বছর অক্টোবর মাস 'স্যানিটেশন মাস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন। আগামী বছরকে জাতিসংঘ কর্তৃক 'স্যানিটেশন বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা স্যানিটেশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব নির্দেশ করে।

২০০৩ সাল থেকে মাত্র ৩৩% পরিবারে স্যানিটেশন সুবিধা বিদ্যমান ছিল। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে জুন, ২০০৭ পর্যন্ত এ সুবিধা ৮৪.৭৩% এ উন্নীত হয়েছে। এ সাফল্য প্রশংসনীয়।

জাতীয় স্যানিটেশন আন্দোলনের অংশ হিসাবে পঞ্চম বারের মত 'স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০০৭' উদযাপিত হচ্ছে। আমি আশা করছি এ আন্দোলনে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের কাঙ্খিত সফলতা এনে দেবে।

সফর রাজ হোসেন

মিডিয়া এ্যান্ড কমিউনিকেশন কমিটি, জাতীয় স্যানিটেশন টাস্কফোর্স

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগিতায় : Plan Bangladesh, Plan; unicef; World Health Organization, Country Office For Bangladesh; wsp water and sanitation program; 25 years of partnership NGO Forum